দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ ... 13 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিশুদের জন্যে অঙ্গীকার

ইউনিসেফ ও সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশু আইন সম্পর্কিত এক সেমিনারে যে কতিপয় তথ্য প্রকাশ করেছে– তাতে আমাদের দেশে শিশুদের দুরবস্থার একটি বাস্তব চিত্র প্রকট হয়েছে। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধে শিশুদের উপর যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ভাসমান শিশুর সংখ্যা ১৮ লাখ। এই ভাসমান শিশুর অধিকাংশ লঞ্চ টার্মিনাল, বাস ও রেল স্টেশন এবং ফুটপাথে রাতযাপন করে। এদের অধিকাংশই মা-বাবা বা পরিবারের সঙ্গ পাওয়া থেকে বঞ্চিত। এই লাখ লাখ ভাসমান শিশু সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যে আরও বলা হয়েছে যে, এইসব অনাথ শিশু মস্তান, পুলিশ, অপরাধী চক্রসহ অন্যদের দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। আরও মর্মান্তিক তথ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এ সকল ভাসমান শিশু বিভিন্ন কাজে ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিদিন ১৫০ টাকা আয় করে, কিন্তু এদের আয়ের সিংহভাগ চলে যায় মস্তান ও পুলিশের পকেটে। ইউনিসেফ ও সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপে প্রাপ্ত এই তথ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা আছে বলেই এক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করে বলতে হয়, এই ১৮ লাখ পথশিশুর জন্যে নিরাপদ আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, পানি, স্যানিটেশন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এই মূল সমস্যার কারণেই দেশের একশ্রেণীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন বংশবৃদ্ধি করতে হচ্ছে। আর এ সকল শিশু প্রকৃতির সন্তান হিসাবে দেশের বিভিন্ন শহর-গঞ্জে বেড়ে ওঠে। এরা পিতা-মাতার পরিচয় জানে না, ঠিকানাবিহীন এইসব অনাথ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব সরকারের থাকা সত্ত্বেও সরকার তাদের প্রতি যথার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়াতে যে পারে না, তার কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন। সীমিত সম্পদের মধ্য দিয়েও আমাদের সরকার দেশের এ সকল ভাসমান মানব শিশুর প্রতি যে দায়িত্ব পালন করছে তা পর্যাপ্ত হওয়ার কথা নয়। তবে ইদানীং প্রধানমন্ত্রী এ সকল মানব সন্তানের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রকৃত পরিচর্যা বিষয়ে দান বৃদ্ধি করার আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল শিশু, বিশেষ করে ছিন্নমূল শিশুর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান রেখেছেন।

বলা বাহুল্য, দেশের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জন্যে বাংলাদেশে সেই অর্থে কোন সরকারী উদ্যোগে শিক্ষা কর্মসূচী নেই বললেই চলে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা নামে যে কর্মসূচী চালু আছে, ভাসমান বা ছিন্নমূল শিশুরা এই কর্মসূচীর আওতার মধ্যে আসে না। কারণ ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের অধিকাংশ শিশু প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এরা শহর-গঞ্জে বেড়ে ওঠে বলেই ব্যক্তিগতভাবে ইদানীং সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হচ্ছে। বা হয়ে উঠছে। এই একটি মাত্র ভাল দিক ছাড়া দেশের ১৮ লাখ পথ-শিশু সমাজের জন্যে একটি স্থায়ী গলগ্রহ এবং আমাদের মতো আর্থ-সামাজিক অস্থির পরিবেশে সমাজও তাদের ভালভাবে গ্রহণ করে না আবার পরিত্যাগও করতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে ছিন্নমূল শিশুরা বেড়ে উঠছে এবং দিনে দিনে তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

আজ সারা বিশ্বেই, বিশেষ করে অনুন্নত দেশে, ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আমাদের দায়িত্বহীনতা, উদাসীনতা, নিষ্ঠুরতা ও শিশু নির্যাতন। শুধু তাই নয়, সকল অনুন্নত দেশে শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন ছাড়াও শিশুরা শুধু অপুষ্টির শিকারে পরিণত হচ্ছে।

এক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, সারাবিশ্বে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায়ও রোগাক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন ৪১ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় আমাদের মতো অনুন্নত দেশে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শিশুরা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত। ছিন্নমূল ও পথ-শিশুরাও যে আগামী দিনের নাগরিক তা তো কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তাই যে কোন মূল্যে আমাদের আগামী দিনের নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে এবং সার্বিকভাবে সচেতন নাগরিক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তমান যুগের সকল মানুষ তথা সরকারেরও। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের একার পক্ষে যে সম্ভব নয় সে কথা সর্বজনবিদিত। তাই আজ আমাদের দেশের ভাসমান ছিন্নমূল পথ-শিশুদের সার্বিক দুরবস্থা দূর করার দায়িত্ব সকলকেই সমানভাবে পালন করতে হবে। কারণ, এ পৃথিবীকে শিশুদের জন্যে বাসযোগ্য করতে হবে এবং এই অঙ্গীকার কেবল সরকারের নয় সকল সচেতন নাগরিককেও সচেতনভাবেই অঙ্গীকার করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।